হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা

ভূমিকা- পৃথিবীর বিশ্বজনীন, উন্নত আধ্যাত্মিক ধর্মগুলির মধ্যে হিন্দুধর্ম হল অন্যতম। এটি প্রাচীনতমও। এর উৎসস্থল হল আমাদের ভারতবর্ষ। যেভাবে খ্রীষ্টধর্ম বা ইসলাম ধর্মের সংজ্ঞা দেওয়া যায় সেইভাবে এত সহজে হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। কেননা হিন্দুধর্ম হল হল মানব জাতির একটি বিশেষ অংশের সঙ্গে জড়িত তার জীবনের অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে গঠিত একটি ধর্ম। খ্রীষ্টধর্ম বা ইসলাম ধর্ম যেমন বিশেষ একজন ব্যক্তির প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে হিন্দুধর্ম সেভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়।

সুদূর প্রাচীনকালে হিন্দুধর্মকে আর্যধর্ম বলা হত। কোন এক সময়ে সিংহল ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ভারতভূখন্ডের সঙ্গে একসাথে যুক্ত ছিল। এইগুলি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আর্যজাতি উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে প্রবেশ করে তারা সপ্তসিন্ধু প্রদেশে বসবাস শুরু করে। কথিত আছে পারসিকরা ‘স’ এর উচ্চারণ করতেন ‘হ’। এর থেকেই আর্যজাতিকে হিন্দু বলা হত। এই হিন্দু নামটি পারসিকদেরই দেওয়া নাম। সেইজন্য হিন্দুধর্মের যে মূল উৎস-বেদ, স্মৃতি, পুরাণ সেগুলির কোনটিতেই কিন্তু হিন্দু শব্দটি নেই। এই সপ্তসিন্ধু থেকেই ক্রমে ক্রমে তারা উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত প্রভৃতি জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। তাইই হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত হয়। জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মেরই ফলশ্রুতি। কালক্রমে এইসকল হিন্দুধর্ম ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে।

হিন্দুধর্মের মূল উৎস গ্রন্থগুলিকে ধর্মগ্রন্থ বলে। তাদের মধ্যে প্রধান হল চারটি বেদ। এই বেদকেই সমগ্র বিশ্বের ধর্মের মূল বলা হয়। ‘বেদ অখিলম্ ধর্মমূলম্’। বিভিন্ন সমৃতিশাস্ত্র যেমন-মনুসংহিতা, যজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, পরাশর সংহিতা ইত্যাদিও হিন্দুধর্মের উৎস। এছাড়াও অছে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা। ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, কল্প, ছন্দ প্রভৃতি বেদাঙ্গ ও ষট্দর্শনও হিন্দুধর্মের মূল উৎস।

হিন্দুধর্মের প্রচারিত বাণী হল মুক্তি বা মোক্ষের বাণী। সেজন্যই পাশ্চাত্যের ধর্ম ‘religion`এর সঙ্গে ভারতের হিন্দুধর্মের তফাত। পাশ্চাত্যের ধর্ম বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভের চেষ্টা করে। হিন্দুমতে ঈশ্বর প্রত্যেকের অন্তরে বিরাজ করেন, কিন্তু আমাদের মধ্যে লোভ,হিংসা,কাম, ক্রোধরূপী রিপুগুলি তাকে আবৃত করে রেখেছে। নিজ আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার দ্বারা যদি উক্ত রিপুগুলির উচ্ছেদ ঘটাতে পারি তবেই তিনি প্রকাশিত হবেন এবং একেই বলে মুক্তি বা মোক্ষ। অর্থাৎ হিন্দধর্মে ধর্ম মানে হল আধ্যাত্মিক উন্নতি। হিন্দুধর্মের এই মর্মবাণীটি যে বৈদিক গায়ত্রী মন্ত্রটির মাধ্যমে পরকাশিত হয়েছে তা হল--

ওঁ, ভূর্ভবঃ স্বঃ, তৎ সবিতুর্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্যধীমহি,
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।।

অর্থাৎ,‘‘বরণীয়, অন্তর্লোকের নিয়ন্তা, জ্যোতিস্বরূপ সেই স্বপ্রকাশিত চৈতন্য, যিনি ভূলোক ও দ্যুলোক রূপে প্রকাশিত, আমরা তাঁর অনুধ্যান করি। তিনি আমাদের চিন্তা ও কর্মকে সৎপথে পরিচালিত করুন।’’ (উদ্ধৃতিটি ডঃ রাধাকৃষ্ণাণের)।

সংজ্ঞা- হিন্দুধর্মের পরিধি এত বিস্তৃত এবং যেহেতু কোন একজনমাত্র মানুষের স্বারা এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত নয় সেহেতু এর সংজ্ঞা নির্ধারণের কাজটি খুব সহজসাধ্য নয়। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের বহু সত্যদ্রষ্টা মুনি-ঋষির মননধর্মিতায় পুষ্ট এই হিন্দুধর্ম। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, হিন্দুধর্মের মূল নিহিত আছে বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র, বেদাঙ্গ এবং ভারতীয় ষড়্দর্শনের মধ্যে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই ধর্ম বহু বিচিত্র ধর্মীয় ও নৈতিক অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও উপদেশের দ্বারা পরিপুষ্ট। যেহেতু এই ধর্ম মূলতঃ বেদ-নির্ভর সেহেতু এই ধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলা হয়।

Scanned with CamScanner

হিন্দুধর্ম হল বহু ধর্মের সমন্বয়ে একটি বিশ্বজনীন ধর্ম। এই ধর্মের মূল লক্ষ্য হল আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা। সে লক্ষ্যলাভের পথকে সুগম করেছে বহু ধর্মীয় অভিজ্ঞতা। কেননা প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের বহু বিচিত্র সময়ের বহু বিচিত্র ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সমন্বিত রূপ হল এই হিন্দুধর্ম। বিভিন্ন মুনি-ঋষি, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর সমাবেশ ঘটিয়েছেন এই ধর্মে। সেইজন্য এই ধর্মের মধ্যে অনেক ধর্ম অন্তস্যুত হয়ে আছে। যেমন, শৈবধর্ম, শাক্তধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম, ব্রহ্মণ্যধর্ম--সবই হিন্দুধর্মের মধ্যে একসাথে বৃদ্ধি ও বিস্তার ঘটিয়েছে।

এখন হিন্দুধর্মের কয়েকটি সংজ্ঞা পর্যালোচনা করা যেতে পারে। যেমন শ্রীবিষ্ণু শিবানন্দ গিরি তাঁর রচিত গ্রন্থ 'হিন্দুধর্ম প্রবেশিকা' গ্রন্থে যে সংজ্ঞাগুলি দিয়েছেন তার দু'একটি সংজ্ঞা উল্লিখিত হল--''ভারতে উদ্ভূত কোন ধর্মে যিনি বিশ্বাস করেন তিনিই হিন্দু।'' আবার ''যিনি বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় নিষ্ঠাবান --গোবৎস, বেদকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করেন, দেবমূর্তির অবজ্ঞা করেন না, সকল ধর্মকে সমাদর করেন, পূর্বজন্মে বিশ্বাসী, মুক্তিপ্রয়াসী এবং সর্বজীবকে আত্মবৎ মনে করেন, তিনিই হিন্দু।'' আবার ''বেদে স্ব-প্রমিত ও স্বতঃসিদ্ধ সত্যরাগি নিহিত, এই কথা যিনি বিশ্বাস করেন তিনিই হিন্দু।'' কিন্তু এগুলির কোনটিও হিন্দুধর্মের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নয়।
এম ভেঙ্কটেরত্নম্ হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা নিরূপণ প্রসঙ্গে বলেছেন যেহেতু এই ধর্ম বহু ধর্মের সমন্বয় সেহেতু এর সংজ্ঞা নির্দেশ খুব সহজসাধ্য নয়। তবুও তিনি বলেন, ''যে সব ব্যক্তি ইসলাম, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, পার্শী, ইহুদী, বা জগতের অন্য যে সব পরিচিত ধর্ম তার অন্তর্ভূক্ত নয় এবং যাদের উপাসনার রূপ একেশ্বরবাদ থেকে ফেটিশবাদ পর্যন্ত প্রসারিত এবং যার ধর্মতত্ত্ব সম্পূর্ণ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, তাদের হিন্দরূপে এবং তাদের অবলম্বিত ধর্মকে হিন্দুধর্মরূপে গণ্য করা যাবে।'' কিন্তু শ্রীযুক্ত গোবিন্দদাস মহাশয়ের মন্তব্য উল্লখযোগ্য। তাঁর মতে হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণভাবে অনির্দিষ্ট সেহেতু এর কোন সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়।

Scanned with CamScanner